ভেনিসে ভালবাসা পেলাম

আশীষ বাবলু

ফখরুদ্দিন দুলালের দোকান না পেড়িয়ে আপনি ইটালির ভেনিসে প্রবেশ করতে পারবেন না। একগাল হেসে তিনি বলে চলছেন - ওয়েল কাম টু ভেনিস, স্পেসিয়ালী, ই সালডি, ব্যারগেন, ব্যাগ, সুভেনির, মাস্ক, ভেরি চিপ। তা'র হাবভাব দেখেই বুঝেছিলাম যতই স্মার্ট ড্রেস পড়না, ইং-ইটালিয়ান বলনা, বঙ্গসন্তানদের চেহারায় এমন একটা পলিমাটির ছাপ আছে যা লুকানো সম্ভব নয়। শুধু আমি কেন, ফখরুদ্দিনও নিশ্চয় আমাদের দেখে ভেবেছেন হঠাৎ বাংলাদেশী টুরিস্টের কোথাথেকে আমদানী হলো! ঐ দোকানের সামনে থমকে দাড়িয়েও ছিলাম, কিন্তু আমাদের টুরিস্ট গাইডের চিৎকার, নো শপিং নাউ, শপ অপর্‌টো (খোলা থাকবে) হোল ডে।

ভেনিস পৃথিবীর আর দশটা শহরের মত নয়, শহরটার একটা আলদা মেজাজ আছে। চারিদিকে খাল। সমস্ত ভেনিস জল নিয়ে খেলা করছে। এমন একটা শহর বাংলাদেশে থাকার কথাছিল। আমাদের পূর্বপুরুষরা শুধু খাল দিয়ে নৌকাই বেয়ে গেলেন, খালের পাশে যে একটা শহর বানানো যায় সেটা তাদের মাথায়ই এলোনা। ভেনিসে কোন গাড়ী নেই। তুমি যতই কেউকেটা হওনা কেন তোমাকে হাটতে হবে, নয়তো নৌকায়। সবাই হাটছে, তাই মোটা লোক চোখে পরেনা, হাটলে শরীর ভাল থাকে এই বৈজ্ঞানিক সত্যের নমুনা এখানকার মানুষ।

১১৭ টি আইল্যান্ড, ১৫০টি খাল, ৪০৯টি ব্রিজ এই মিলে ভেনিস। শহরের ঠিক মাঝখানে 'এস' আকৃতির মোটাসোটা নাদুস নুদুস যে খালটি সেটির নাম 'গ্রান্ড ক্যানাল'। খালের জলে পলেথিনের ব্যাগ অথবা কলার চোক্‌লা ভাসছেনা। খালে যে সব নৌকা তাদের নাম 'গন্ডোলা'। বেশ ফিটফাট পরিচ্ছন্ন। মখমলের কাপড়ে মোড়া সিট। দেখলেই চড়ে বসতে ইচ্ছে করে। ভেনিসে এসে নৌকা না চড়া আর ঢাকায় গিয়ে রিকসায় না বেড়ানো একই কথা। চড়ে বসলাম একটাতে।

সরু খাল কিলবিল করছে নৌকা, তারমধ্যে মাঝি চালাচ্ছে অথচ একটার সাথে আরেকটার গা ছোয়াছুয়ি হচ্ছেনা। বেশ চতুর চালক। গন্ডোলার মাঝি হতে হলে খুব বড়রকমের পরীক্ষায় পাশ করে লাইসেন্স নিতে হয়। বছরে ৩/4 জন মাত্র সে পরীক্ষায় পাশ করে। মাঝিগুলো বেশ হ্যান্ডসাম। প্যান্ট আর স্ট্রাইপ টি-শার্ট পরনে। বৈঠা চালাতে চালাতে বাইসেপ, ট্রাইসেপ হয়েছে। স্ত্রীকে দেখলাম আরচোখে মাঝেমাঝে মাঝিকে দেখছে। কোনো মহিলা মাঝি চোখে পড়লোনা, এই একটা দুঃখ রয়ে গেল।

খালের দু'পাশে কত আনন্দ মুখর মানুষ । সারা শহর জুড়ে একটা মেলা মেলা ভাব । প্রতিদিন পঞ্চাশ হাজার টুরিস্ট আসে এই শহরে । সবার চোখে মুখে আনন্দ । কেউ হাসছে, কেউ গলাছেড়ে গাইছে, কেউ কোমড় জড়িয়ে নাচছে, প্রেমিক প্রেমিকারা যে যেভাবে পাড়ছে লেপ্টে আছে । এখানে বোঝাযায় আমাদের বাউল কবি কেন লিখেছিলেন- পিরিত কাঁঠালের আঠা যে আঠা লাগলেতো আর ছাড়েনা.... । আমার সৈয়দ মুজতবা আলীর কথা মনে পড়লো । 'মেজদা মুর্গি খাচ্ছে, ব্যানার্জী মুর্গি খাওয়াচ্ছে, আমি ড্যাব ড্যাব চোখে তাকিয়ে দেখছি । ভগবানটা কি মারা গেল ?' আমরা বাঙ্গালীরা নির্ভেজাল আনন্দ করার ক্ষমতা কবে হারিয়ে ফেলেছি । এখন ওদের দেখলে হিংসা হয় ।

আমাদের গন্ডোলা যে ব্রিজের নিচ দিয়ে যাচ্ছিল তার নাম হচ্ছে ব্রিজ অফ সাই (Bridge of sighs) । ভাঙ্গা ইংরেজিতে আমাদের মাঝি বললো- এই ব্রিজের তলাদিয়ে যাবার সময় প্রেমিক প্রেমিকা চুম্বন করলে ভালবাসা পূর্ন হয় । আমাদের পাশের গন্ডোলা গুলোতে দেখলাম চুম্বনের ধুম পরে গেছে । এমন একটা অব্যার্থ জায়গায় ২০ বছর আগে আসা উচিত ছিল ! এই ব্রিজের নামকরন করেছেন আমাদের পরিচিত কবি লর্ড ব্যায়রন । কারনটা হলো ব্রিজটার একপ্রান্তে রয়েছে জেলখানা । আসামিরা জেলে যাবার আগে ব্রিজের ছোট্ট জানালা দিয়ে পৃথিবীকে শেষ বারের মত দেখে নিত । তাই নাম ব্রিজ অফ সাই ।

নৌকা যাত্রা যেখানে শেষ হলো সেখানেই দেখা হলো হাসানের সাথে । হাসানের বাড়ী ফরিদপূর ।এখানে সে ফেরি করছে বাচ্চাদের খেলনা । একমাথা চুল, মিষ্টি একটা হাসি ঠোটে লেগে আছে, বয়স কুড়ি হবে কিনা সন্দেহ । কিছু কিছু মানুষ আছে চরম কষ্টের দিনেও হাসতে পারে । তা'না হলে দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে মা বাবা বন্ধুবান্ধব ছেড়ে এই রোদের মধ্যে দাড়িয়ে খেলনা বেঁচছে অথচ মুখে হাসি! জিজ্ঞেস করলাম, কতদিন ধরে ইটালিতে আছো ? বললো, দুই বছর ।

এভাবে ফেড়ি করতে কস্ট হয়না ?

হয়, কি আর করুম, তবে ন্যায়ের পথে কাজ করছি ।

কত আয় হয় ?

খেয়ে থাকা যায় । আমি বললাম, এত কষ্টের পর নিশ্চই সুখের মুখ দেখবে, ধর্য্য হারিওনা ।

মনে মনে ভাবছিলাম আর কত ধর্য্য ধরবে । ইয়ং ছেলেপেলেদের এমন ভাবে পৃথিবীর রাস্তায় রাস্তায় ফেরি করবার জন্য দেশ স্বাধীন হয়েছিল ? তবে খুব একটা দেরি নেই যখন এই হাসানেরা সবাই একসাথে রেগে উঠবে ।

আমরা এখন দাড়িয়ে আছি সেইন্ট মার্ক স্কয়ারের মাঝখানে। বিশাল চত্তর। গিজ গিজ করছে টুরিস্ট। কাকলী মুখর জনস্রোত। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার এখাওে টুকটাক বাংলা শব্দ ঝরা পালকের মত হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। আসামের কোন এক কবি লিখেছিলেন-

সাত ভাই চম্পা

আর একটি পারুল বোন

কোন ভাষাতে কথা বলে

কান পেতে তুই শোন।

সত্যি সত্যি আমি কান পেতেই ছিলাম। বেল টাওয়ারে ডং ডং ঘন্টা বেজে উঠলো। ডাকঘর নাটকে প্রহরী যেমন করে প্রহর ঘোষনা করতো ঢং ঢং ঢং। এই সেইন্ট মার্ক স্কয়ারের এতবড় চত্তর দেখে নেপোলিয়ান বলেছিলেন এটাহচ্ছে ইউরোপের ড্রইং-রুম। মাঝখানে দেখলাম একটা জটলা। কি হচ্ছে ? বিয়ে হচ্ছে।

বেশ সুন্দর দুই তরুণ তরুণী। শুভ্রবসনা নব বধুটিকে খুবই মিষ্টি লাগছিল। বিয়ে হয়ে গেছে, চারিদিকে বন্ধু বান্ধবরা ওয়াইন গ্লাস তুলে নব-বিবাহিতদের অভিনন্দন জানাচ্ছে। সবাই একসাথে বলেউঠলো 'ইন ভিনো ভ্যারিটাস'। আমি আমার ইটালিয়ান গাইডকে জিজ্ঞেস করলাম এই কথার অর্থ কি ? এর অর্থ হচ্ছে, ওয়াইনেই রয়েছে জীবনের সব সত্য। মনে মনে ভাবলাম নিশ্চয় একজন ওমর খৈয়াম ইটালিতেও ছিলেন। এরপর শুরুহলো নাচ। আমাদের গাইড বললো, একটু নাচনা ? বললাম 'না'।

নাচতে পারোনা ?

আমি যে শহর থেকে এসেছি সে শহরে প্রতিটি ছেলেমেয়েই নাচতে পারে।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ, রাস্তায় কুকুরের বিষ্ঠায় পা পড়লে ম্যাইকেল জ্যকসনের চাইতেও ভাল মুনওয়াক তারা করতে পারে।

ভেনিস হচ্ছে ইটালির সবচাইতে রোমান্টিক সিটি। কতযে জোড়ায় জোড়ায় ছেলেমেয়ে। আপনি বলবেন এমন জোড়াজোড়া সব শহরেই দেখা যায়। কাগজে নীল রং করে তার মধ্যে দুটো পাখি এঁকে দিলেই কি আকাশ হয়ে গেল ? আকাশের গভীরতা থাকতে হবেনা ? এই শহরের সেই গভীরতা আছে। একি চঞ্চলতা জাগে আমার মনে, ভাললাগে...। কবি হলে কবিতা আসবেই।

আমার মত অকবি যারা তাদের ভরসা রবীন্দ্রনাথ । কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে তোমারে দেখিতে দেয়না । মাঝে মাঝে তব দেখা পাই চিরদিন কেন পাইনা... ।

এ শহরে এমন একজন মানুষ জন্মেছিলেন যার মত হবার অন্তরের বাসনা পৃথিবীর প্রত্যেকটি পুরুষের । আমি কিন্তু শুধু বাসনা বলিনি, বলেছি অন্তরের বাসনা । বাইড়ে এই বাসনার কথা অনেকেই হয়তো প্রকাশ করবেননা । মানুষটি হচ্ছে ক্যাসানোভা । জ্যা কোমো ক্যাসানোভা ।

জন্মে ছিলেন ১৭২৫ সালে আর বেঁচেছিলেন ৭৩ বছর । যাকে দেখলেই মহিলারা প্রেমে গদ গদ হতো । কত কেচ্ছা যে রয়েছে তার সমস্ত জীবন জুড়ে । এইতো সেদিন ২০১১ সালে তা'র আত্মজীবনীর পান্ডুলিপী (History of my life) দশমিলিয়ন ডলারে নিলামে বিক্রী হলো । এ বই ১৮২১ সালে একবার ছাপা হয়েছিল তবে কেটেকুটে অর্ধেক । ১৯শতকের শুরুতে এ বই ইটালির ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে আপনি যদি চাইতেন তবে আপনাকে লাইব্রেরীয়ান বলতো, *গো টু হেল ।* এখন আপনি সে বই আন কাট্ ভার্সন *হেলে* না গিয়েও পড়তে পারেন, পেঙ্গুইন লক্ষ লক্ষ কপি ছাপিয়েছে ।

গাইড বললেন, এবার আমরা যাব রিয়াল্টো মার্কেটে ? দেখাযাক রিয়াল্টো মার্কেটটা কী ? ওমা এ দেখছি আমাদের মাছ তরকারীর বাজার । বড় সুন্দর সাজানো গুছানো । বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় শিম শুয়ে আছে বরবটির পাশে । মাছের দোকানও দেখার মতো । সদ্য এড্রিএটিক সাগর থেকে ধরা টাট্কা মাছ । এককিলো ওজনের লাল লবষ্টার । বিশাল সাইজের কতগুলো অক্টোপাস এদিক ওদিক তাকাচ্ছে । বাচ্চা অক্টোপাস মা অক্টোপাসকে জিজ্ঞেস করছে, মা আমার কোনগুলো হাত আর কোনগুলো পা! আমাদের দেশী চেহারার কিছু মাছও চোখে পড়লো । এমন সময় কানে এলো ভিড়ের মধ্যে কে বলছে, দেখ কান্সাটা এখনো নড়ছে । ঘার ঘুরিয়ে দেখি দুটি বঙ্গ সন্তান । মাছের দোকান থাকবে অথচ আশে পাশে কোনো বাঙ্গালী থাকবেনা, এটা একটা কথা হলো ? এই মাছটার কি নাম ভাই ? আমি জিজ্ঞেস করলাম । উত্তরে একজন বললো, নামটা ঠিক জানিনা তবে রশুন আর টমেটো দিয়া পাক করলে খুবই মজার হয় ।

আমার একটু টিপে দেখতে ইচ্ছা করছিল । এটা পুরানো অভ্যাস, পিতৃ উপদেশ, টিপে না দেখলে বুঝবি কি করে মাছটা পঁচা কিনা ? আঙ্গুল গুলো উসখুস করছিল একটু টিপে দেখার, কিন্তু নিয়ম নেই, ইটালির দোকানে কিছু ছুয়ে দেখা বারণ । কিছু ছুয়ে নাড়াচাড়া করলে দোকানী রেগে যায় ।

এবার আমাদের গন্তব্য ব্যাসেলিকা চার্চ, সেইন্ট মার্কের নামে এই চার্চ । চোখ ধাঁধানে বাইজ্যেনটাইন ডিজাইনে তৈরি । খ্রীষ্টের জন্মের ৫০০ বছর আগে বাইজ্যেনটাইন রাজার আমলের ডিজাইন এটি । এদের কারিগরী দক্ষতার বর্ননা করার ভাষা আমার নেই । মোজাইক,

যার সাথে দামি পাথর, সোনা, তামা ঝকমক করছে। বাইজেনটাইন রাজ্যটা ছিল কনষ্টনটিনোপলে, বর্তমানের ইস্তাম্বুল। ইস্তাম্বুলের বোদরুম মসজিদটি ঠিক এই একই ডিজাইনে তৈরি। চার্চের ভেতরে সোনাদানা পাথর আর কারুকাজ দেখে চোখ ধাঁধিয়ে গেল। মনে হচ্ছিল মোগলদের রংমহল। আমার স্ত্রী ভুল ধরিয়ে দিল, ওটা রংমহল নয় শিস্ মহল। এই দুই মহলের তফাত আমার জানা নেই। আমার মোগলদের সন্মন্ধে জ্ঞান সিব্রাম চক্রবর্তির মত 'পরোটা' পর্যন্ত। ইস্কুলে মোগল সম্রাজ্যের পতনের এমন সব কারন লিখেছিলাম যা দেখলে মোগল বাদশারা লজ্যা পেতো।

এবার ভেনিস থেকে ফেরার পালা, লঞ্চ ধরতে হবে। লিখেছিলাম ফখরুদ্দিন দুলালের দোকান পেড়িয়ে প্রবেশ করেছিলাম ভেনিসে। ফিরবার পথেও দুলালের দোকনের দড়জা দিয়েই ফিরতে হবে। হাতে বেশ কিছু সময়। ঢুকলাম সেই দোকানে। ফ্রিজ ম্যাগনেট্ নেন আপা, তিনটা পাঁচ ইউরো, ফখরুদ্দিন এগিয়ে এলেন। আপনারা বাঙ্গালী তাই চার ইউরো। ঐ ব্যাগ গুলো কত ? স্ত্রীর প্রশ্ন। দশ ইউরো, আপনার জন্য এক ইউরো কম। ল্যু ভুটান! যে ডিজাইনারের ব্যাগ প্যারিসে হাত লাগাতে সাহস হয়নি, ছোট্ট একটা মানিব্যাগের দাম পাঁচশ ডলাল। আর এটাতো বিশাল মহিলাদের ব্যাগ, সমস্ত সংসার না হোক সমস্ত ড্রেসিং টেবিল এই ব্যাগে ঢুকে যাবে। তার দাম মাত্র নয় ইউরো ! হোকনা নকল, হু কেয়ার্স ? স্ত্রী তিনখানা ব্যাগ তুলে নিল।

তখনই বাঁধলো হই চই। আমাদের কোচের ৪০জন সহযাত্রী আমাদের দেখাদেখি ঢুকে পরলো দুলালের ছোট্ট দোকানে। পটাপট সবাই জিনিস তুলছে। আমার স্ত্রী তখন দুলালের সোপ এসিসটেন্ট। সে এক বিক্রির বন্যা। বেশ কিছু আইটেম সোল্ড আউট। বেশ একটা হৈ চৈ সময় কাঁটলো সেখানে। আবার যদি কোনো দিন ভেনিসে আসি, দুলালের হাত ধরে বললাম, তখন দেখা হবে।

আমরা সবাই উঠে বসলাম লঞ্চে। এবার ফেরার পালা। হঠাৎ দেখি ছোট খাটো একজন মানুষ দৌড়তে দৌড়তে আসছে আমাদের লঞ্চের দিকে। আমাদের সাইফুদ্দিন দুলাল। হাপাতে হাপাতে আমার স্ত্রীর হাতে একটা পাথর বসানো বালা তুলে দিল। ঐ হৈচৈ এর মধ্যে ভুইল্লা গেছি, আপনার জন্য আমার দোকানে এতগুলো জিনিস বিক্রি হইল, অথচ আপনারে কিছু দেওয়া হয়নাই। স্ত্রী বললো, না না আমি নেবোনা, যদি পয়সা নেন তবে নেবো।

চোখ ছল ছল হলো দুললের। আপা, ভাইয়ের দেওয়া ছোট্ট একটা জিনিস, শাড়ির সাথে পড়বেন আর আমারে স্মরন করবেন। এই বলে সে হাটা দিল।

আমাদের লঞ্চ ছাড়ল। তখন সন্ধ্যার আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে খালের জলে। দুলালের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইলাম। ওর সাথে আর কি কখনো দেখা হবে ? মনে হচ্ছিল মহামান্য

পোপের মত ভেনিসের কোমল মাটিকে একটা চুম্বন করি । এই ভালবাসার টানেই হয়তো আবার এখানে ফিরে আসবো ।

ashisbablu13@yahoo.com.au